ইতাল বাংলা সমন্বয় ও উন্নয়ন সমিতি

ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO ITAL & BANGLA SVILUPPO

ITAL BANGLA COORDINATION & DEVELOPMENT ASSOCIATION

RITTI DELL'UOMO
মানুষের অধিকার

AMICIZIA
বন্ধুত্ব

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
উন্নয়নে সহযোগীতা

Date. 24/10/2001 Our ref. P- 107/2001

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়: ইতালীর ইমিগ্রেশন আইন নং ৪০/৯৮ এর ১৯,২০,২১,২২,২৩ ও ২৪ নং ধারার আওতায় বাংলাদেশী বেকার যুবকদের ইতালীতে কর্মসংস্থানের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইতালী সরকারের সাথে শ্রমিক বিনিময় চুক্তি করার জন্য সুপারিশ।

মহাত্বন,
আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী শাহ মো: তাইফুর রহমান, বাংলাদেশের একজন নাগরিক দীর্ঘ ১১ বছর যাবৎ ইতালীতে বসবাস করে আসছি। ব্যাক্তিগত জীবনে পেশাগত ভাবে আমি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যাবসায়ী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার সাথে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ইতালীর প্রবাসী বাংলাদেশীদের উন্নয়নে বিভিন্ন ভাবে কাজ করে আসছি।

আমার ব্যাক্তিগত উদ্দ্যেগে ইতালীতে বাংলাদেশীদের স্বার্থ সংরক্ষন এবং ইতালীতে বিদেশীদের প্রতি প্রশাষনের বৈরী আচরন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় নিরসনে ও স্বদেশবাসীদের সাহায্য সহযোগীতা ও পাশাপাশি ইতালীতে বর্তমানে ৪৫.০০০ প্রবাসী বাংলাদেশীর বিরাট কমুনিটিকে সংঘবদ্ধ করে বিভিন্ন ভাবে বাংলাদেশের সাথে ইতালীয়ানদের পরিচিত করানো ও সর্বপরি বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়নে ইতালীয়ানদের বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বিনিয়োগে উৎসাহীত করানো এবং ইতালীতে বাংলাদেশীদের কর্মসংস্থান ও সর্বপরি বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রবাসীদের জন্য কাজ করার লক্ষে ১৯৯২ সালে **ইতাল বাংলা সমন্বয় ও উন্নয়ন সমিতি** - ইতালীতে গঠন করি। আমাদের সংগঠন সুদীর্ঘ ৯ বছর সময় ধরে ইতালীতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যায় সাধারন বাংলাদেশীদের সাহায্য সহযোগীতা করে আসছে, পাশাপাশি প্রবাসে বাংলাদেশীদের অধীকার তথা মানবাধীকার সংরক্ষনে সংগ্রাম আন্দোলন করে অধিকার সংরক্ষনে কাজ করে আসছে ও ইতালীতে আমাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ও স্বদেশবাসীর উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছি, একই সাথে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে প্রবাসে বাংলাদেশী সাংস্কৃতি পরিচিতি বিকাশে প্রতি বছর জাকজমক ভাবে বিভিন্ন কর্মকান্ড যেমন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস তথা ২১শে ফেব্রুয়ারী উযযাপন, বৈশাখী মেলা উৎসব আয়োজন ক্ষেত্রে অত্যান্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে কাজ করে আসছি যা ইতালীয় সরকারী প্রশাসন, রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে প্রসংশিত এবং ইতালীতে প্রবাসী বাংলাদেশী সমাজে ও বাংলাদেশের ইতালীস্থ দূতাবাসের মাধ্যমে যথা যথ ভাবে স্বীকৃত।

আমাদের এই সংগঠন ইতি মধ্যে ইতালীতে তার কর্মকান্ডের পাশাপাশি বর্তমানে ঢাকায় একটি শাখা স্থাপন করে ইতালীতে বৈধ কাজের মাধ্যমে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শসহ আইনগত

REGISTRATION IN ROME, ITALY NR. -37472 SERIE 1B DEL 22/07/92
Head Office: Via Bixio 10, 00185 Roma Tel. 06 44703832 Fax 06 49384252
BANGLADESH BRANCH OFFICE: H-72 New Airport Road, Mohakhali, Dhaka Tel. + Fax 8814229 / Mobile. 019 354591
www.bangla-italy.org e mail: italbangla@interfree.it

Date. 24/10/2001 Our ref. P- 108/2001

TI DELL'UOMO
নুষের অধিকার
AMICIZIA
বন্ধুত্ব
PERAZIONE
ALLO
/ILUPPO
ন সহযোগীতা

সহযোগীতা প্রদান করে আসছে পাশাপাশি ইতিমধ্যে একটি ইতালীয়ান ভাষায় প্রশিক্ষন কোর্স চালু করেছে। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বেকার যুবকদের জন্য একটি কারিগরী প্রশিক্ষন কেন্দ্র স্থাপনের কর্মসূচী আমাদের হাতে আছে।

আমাদের সংগঠন গত ৯ বছরে ইতালীতে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালানার মাধ্যমে ইতালীয় ইমিগ্রেশন আইন কানুন সম্পর্কে বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তারই আলোকে ইতালীর বর্তমান ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত আইনগত ও সরকারী নীতি এবং বর্তমান মধ্য ডানপন্থি রাজনৈতিক দলের সাথে উগ্রডান পন্থি ইমিগ্রান্ট বিরোধী রাজনৈতিক দলের কোয়ালিশন সরকার গঠনের পর থেকে বিদেশীদের প্রতি ইতালী সরকারের নীতিগত কিছু মৌলিক পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। যে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে উঠেছে সেটা হচেছ ইতালীয় সরকার ইতালীতে অবৈধ ইমিগ্রেশন বন্ধ করনের ক্ষেত্রে যথা সম্ভব কঠোর নীতি অনুসরন করতে শুরু করেছে। যার সুবাদে ইতিমধ্যে একজন নন ইউরোপীয়ান নাগরীককে অবৈধ ভাবে ইতালীতে প্রবেশ ও ধরা পরলে তার জন্য কঠোর শাস্তি মূলক আইন প্রনয়ন করতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ইতালী সরকার বর্তমানে কঠোর বিদেশী নীতির ফলে ইতালীতে প্রায় ৩০.০৩০ বৈধ ভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের মধ্যেও ইতালী সরকারের বিভিন্ন বৈরী ও প্রশাসনিক চাপের মাধ্যমে ভীতির সঞ্চার করেছে এবং বৈধ ভাবে বসবাসের প্রক্রিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করছে। সেই সাথে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ ও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ধরে অস্থায়ী ক্যাম্পে পুলিশ এর পাহারায় আটকে রাখে এবং সেখান থেকে পুলিশ হেফাজতে তার স্বদেশে প্রেরনের পদক্ষেপ গ্রহন করছে। যার ফলে বর্তমাণে ইতালীতে অবস্থান রত প্রায় ১৫.০০০ অবৈধ ভাবে অবস্থানকারী বাংলাদেশীদের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং ভয়ে তারা কাজ কর্ম করতে না পারার দরুন চরম দুর অবস্থায় পতিত হচ্ছে। ইতি মধ্যে প্রায় ২০০ জনেরও অধিক বাংলাদেশীদের স্বদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

-ইতালী একটি শ্রমিক ঘাটতি দেশ। ইতালীয় শিল্পপতিদের সংগঠন CONFINDUSTRIA এর প্রতিবেদন ও শ্রম মন্ত্রনালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে প্রতি বছর তাদের শ্রমিক ঘাটতির পরিমান ২ লাখের ও অধিক। ইতালীর সরকার স্থানীয় শ্রমবাজারে ক্রমবর্ধমান হারে শ্রমিক ঘাটতি পূরনে বিদেশ থেকে শ্রমিক আনার ইমিগ্রেশন নীতি ইতি মধ্যে ১৯৯৮ সালে প্রনীত ইমিগ্রেশন আইনের ১৯,২০,২১,২২,২৩,২৪ নং ধারায় সন্নিবেশিত হয়েছে এবং বিদেশ থেকে শ্রমিকদের ইতালীতে বৈধ প্রক্রিয়াতে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। *(উল্লেখিত আইনের বাংলা অনুবাদ সংযুক্ত করে দেয়া হল।)

-১৯৯৮ সালে প্রনিত ইতালীয়ান ইমিগ্রেশন আইনের মূলনীতি হচ্ছে যে সকল দেশ থেকে ইতালীতে অবৈধ ইমিগ্রেশন হচ্ছে সেই সকল দেশের সরকারের সাথে চুক্তির মাধ্যমে বৈধ প্রক্রিয়ায় দক্ষ ও অদক্ষ সাধারন শ্রমিক ইতালীয় সরকারের অর্থনৈতিক সহযোগীতার মাধ্যমে ভাষাগত ও কর্ম দক্ষতায় দিক্ষিত করে ইতালীর শ্রমবাজারের প্রয়োজন অনুসারে বিদেশী শ্রমিকদের কাজের মাধ্যমে ইমিগ্রেশনের আইনগত ব্যাবস্থা গ্রহন করেছে। ইতি মধ্যে ইতালী সরকার আলবানিয়া, মরোক্কো, তিউনিশিয়া ও সোমালিয়ার সাথে কোটা ভিত্তিক শ্রমিক বিনিময় চুক্তি সম্পাদন করেছে। এই আইনের অধীনে এ যাবত ১৯৯৯, ২০০০ ও ২০০১ সালে পর্যন্ত প্রতি বছরেই উল্লেখিত

ইতাল বাংলা সমন্বয় ও উন্নয়ন সমিতি

ITAL & BANGLA

ITAL BANGLA COORDINATION & DEVELOPMENT ASSOCIATION

DIRITTI DELL'UOMO
মানুষের অধিকার

AMICIZIA
বন্ধুত্ব

COOPERAZIONE
ALLO
SVILUPPO
উন্নয়নে সহযোগীতা

Date. 24/10/2001 **Our ref. P- 109/2001**

দেশগুলি সহ সারা বিশ্ব থেকে ইতালীতে কাজের মাধ্যমে ইমিগ্রেশনের কার্যক্রম গত সেপ্টেম্বর মাসে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই শ্রমিক চুক্তি ভুক্ত দেশসহ যথাক্রমে ১৯৯৯ সালে ৫০.০০০, ২০০০ সালে ৬৩.০০০ এবং ২০০১ সালে ৮৩.০০০ যা গত আগস্ট মাসে শেষ হয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে আগামী ২০০২ সালে ইতালীতে বিভিন্ন পেশায় এক লাখ বিদেশী কাজের সুযোগ পাবে। **উল্লেখ্য যে, ইনফরমেশন টেকনোলজী সেকটরে বর্তমানে শুধু ইতালীতে তিন লাখ পজিশন খালি আছে এবং এই সেক্টরে কোন কোটা নেই সকলের জন্য উন্মুক্ত।**

অধ্য পর্যন্ত বাংলাদেশের সরকারী পদক্ষেপ না থাকায় ইতালীতে বসবাসকারী বাংলাদেশী প্রবাসীদের ব্যাক্তিগত উদ্দ্যোগে গত তিন বছরে বৈধ ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়াতে সর্বসাকুল্য ৩০০০ এর মত বাংলাদেশী ইতালীতে বৈধ ভাবে ইমিগ্রেশন নিয়ে কাজের জন্য ইতালীতে প্রবেশ করতে পেরেছে এবং একই সাথে গত তিন বছরে অবৈধ ভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছে প্রায় ১২/১৫ হাজারের মত। যথা সময়ে সরকারী উদ্দ্যোগ গ্রহন করা হলে কম করে হলে গত দুই/তিন বছরে আরো ১৫/২০ হাজার বাংলাদেশী বেকার যুবক বৈধ ভাবে ইতালীতে কর্ম সংস্থান করার সুযোগ করতে পারতো। এ ছাড়াও রয়েছে ব্যাবসায়ীদের জন্য বিজনেস ইমিগ্রেশনের সুযোগ। উল্লেখ্য যে বর্তমানে ইতালীতে বৈধ ও অবৈধ মিলিয়ে প্রায় ৪৫.০০০ বাংলাদেশী বসবাস করছে।

- ১৯৯৮ সালে ইতালীতে এই আইন অনুমোদন হবার সাথে সাথে বাংলাদেশের সাধারন জনগনের জন্য সুযোগ সৃষ্টি তথা ইতালীর শ্রম বাজারে বাংলাদেশী শ্রমিকদের বৈধ প্রক্রিয়াতে ইমিগ্রেশনের এই সুযোগের কথা তৎকালীন ইতালীর মাননীয় রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ জমির সাহেবের (বর্তমানে বেলজিয়ামের রাষ্ট্রদূত) কাছে বিস্তারিত বিবরন আইনের বাংলা অনুবাদ সহ এ ব্যাপারে সরকারী পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়।
- পরবর্তিতে ২০০০ সালে তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ইতালীতে সফরে গেলে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বর্তমানে ইতালীতে দায়ীত্বে রত বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রদূত জনাব জিয়াউদ্দিন সাহেবের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর একটি আবেদন জানানো হয়। পরবর্তিতে **রাষ্ট্রদূত মহোদয় পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সচীব জনাব শফী সামী বরাবর এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট পাঠান যার রেফারেন্স নং IM-৪/১১/১৯৯৮/১০/০৭/২০০০। ইতালীতে বর্তমান মাননীয় রাষ্ট্রদূত জনাব জিয়া উদ্দিন সাহেব এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক এই ফাইল বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে ডিরেক্টর জেনারেল জনাব শাহেদ আকতার শাহেবের হাতে রয়েছে।** কিন্তু দু:খের বিষয় এই যে বিগত সরকারের অনুৎপাদন মূখী, নতজানু, দলীয় করন ও তোষামোদী পররাষ্ট্রনীতির কারনে আজ অবধি কোন বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে বলে আমরা রাষ্ট্রদূত মহোদয়ের কাছে থেকে জানতে পারিনি।
- গত ১লা অক্টোবর জনগনের নিরব ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে আপনার নেতৃত্বে জনগনের যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে আমরা প্রবাসী বাংলাদেশীরা আনন্দিত ও উচ্ছাসিত হয়েছি। গত ১৯শে অক্টোবর জাতির উদ্দেশ্য আপনার ভাষনে সন্ত্রাস দমনের ও জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির ডাক এবং নির্বাচনী ইসতেহারে ঘোষিত আপনার কর্মসূচীতে প্রবাসীদের জন্য একটি মন্ত্রনালয় গঠনের কর্মসূচী আমাদের প্রবাসীদের মাঝে গভীর উৎসাহ উদ্দীপনা ও আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

REGISTRATION IN ROME, ITALY NR. -37472 SERIE 1B DEL 22/07/92
HEAD OFFICE :Via Bixio 10, 00185 Roma Tel. 06 44703832 Fax 06 49384252
BANGLADESH BRANCH OFFICE: H-72 New Airport Road, Mohakhali, Dhaka Tel. + Fax 8814229 / Mobile. 019 354591
www.bangla-italy.org e mail: italbangla@interf

ইতাল বাংলা সমন্বয় ও উন্নয়ন সমিতি

ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO

ITAL & BANGLA

SVILUPPO

ITAL BANGLA CO… DEVELOPMENT…

…I DELL'UOMO
…ষের অধিকার

Date. 24/10/2001 **Our ref. P-** 110/2001

আপনার অর্থনৈতিক মুক্তির ডাকে বাংলাদেশের মানুষকে শামিল করার লক্ষে আমাদের দরিদ্র দেশের বিরাট বেকার যুব সমাজের সন্ত্রাস, চাদাবাজী ও অবৈধঅস্ত্রের হাতকে কর্মীর হাতে রুপান্তরিত করতে আমরা মনে করি, এই বেকার যুবকদের বিদেশে প্রেরনের করে তাদের নৈতিক অবক্ষয় থেকে মুক্ত করতে সহায়তা করবে এবং তাদের বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশ অর্জন করবে মুল্যবান বৈদেশীক মুদ্রা। আর এভাবেই এই বেকার যুব সমাজ রাখতে পারবে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তিতে তাদের সক্রিয় অবদান। আপনার ঘোষিত অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে দেশের এই বেকার যুব সমাজকে কাজে লাগানোর এইটাই উপযুক্ত সময়। আর তাই আমরা ইতালী প্রবাসীরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি শহীদ জিয়ার অনুসৃত ১৯ দফার বাস্তবায়নে আপনার গতিশীল নেতৃত্বে অনতি বিলম্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের ও শ্রম মন্ত্রনালয়ের সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়, ইতালীতে বাংলাদেশ দূতাবাস ও ইতালীতে বাংলাদেশী সামাজিক সংগঠক ও সংগঠন, বুদ্ধিজীবি ও মেধাসম্পন্ন ব্যাক্তিদের সমান্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে তাদের মাধ্যমে আমাদের এই প্রস্তাবের সম্ভাব্য বাস্তবতা যাচাই করে ইতালী সরকারের সাথে অনতি বিলম্বে এ ব্যাপারে সরকারী ভাবে একটি চুক্তি করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য আপনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে ইতালীতে প্রতি বছর ৫ থেকে ১০ হাজার বাংলাদেশী বেকার যুবকদের জন্য কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবেন।

…MICIZIA
বন্ধুত্ব

আপনার অর্থনৈতিক মুক্তির এই ডাকে সামিল হবার জন্য আমরা প্রবাসী বাংলাদেশীরা আমাদের সকল মেধা ও শ্রম ঢেলে আপনার হাতকে শক্তিশালি করার লক্ষে একযোগে কাজ করা দৃঢ় অঙ্গিকার করছি। পাশাপাশি এ ব্যাপারে আমাদের এই সংগঠন ইতাল বাংলা সমন্বয় ও উন্নয়ন সমিতি তার ক্ষুদ্র সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা দক্ষতাকে স্বদেশ ও দেশের মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ এবং যে কোন প্রকার সহযোগীতা প্রদান করতে প্রস্তুত আছে। ইতালীতে এবং বাংলাদেশে এ লক্ষে যে কোন কর্মকান্ডে সক্রিয় ভাবে শরিক হতে পারলে আমাদের এই সংগঠন ধন্য হবে।

…ERAZIONE
…ALLO
…ILUPPO
…সহযোগীতা

আপনার নেতৃত্বে শুভ ও সুনামের সাথে দেশ পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের সুখ সমৃদ্ধি অর্জনে আল্লাহ আপনার সহায় হউন। আমরা ইতালীতে প্রবাসী বাংলাদেশীরা আপনার পিছনে আছি এবংও আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীঘায়ু কামনা করছি ।

বিনীত নিবেদক

শাহ মো: [illegible] রহমান ছোটন
পরিচালক মন্ডলীর প্রেসিডেন্ট
ইতাল বাংলা সমন্বয় ও উন্নয়ন সমিতি - ইতালী

অনুলীপি প্রেরন :
১/ পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জনাব বদরুদ্দোজা চৌধুরী
২/ শ্রম মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জনাব আব্দুল্লাহ আল নোমান
৩/ মাননীয় রাষ্টদূত জিয়া উদ্দিন, বাংলাদেশ দূতাবাস, ইতালী

REGISTRATION IN ROME, ITALY NR. -37472 SERIE 1B DEL 22/07/92
HEAD OFFICE :Via Bixio 10, 00185 Roma Tel. 06 44703832 Fax 06 49384252
…GLADESH BRANCH OFFICE: H-72 New Airport Road, Mohakhali, Dhaka Tel. + Fax 8814229 / Mobile. 019 354591
www.bangla-italy.org e mail: italbangla@interfree.it

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শাখা- ১১

নং শা-১১/বিবিধ-১/২০০১/৮৪৭   তারিখঃ ২৮/১১/২০০১ ইং

বিষয়ঃ ইতালীতে বাংলাদেশের শ্রমিক রপ্তানীর ক্ষেত্রে ইতালীর ইমিগ্রেশন আইন ৪০/৯৮ এর অনুলিপি সরবরাহসহ প্রতিশ্রুতিকরণ বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ে জানা যাচ্ছে, ইতালীতে সম্প্রতি ইমিগ্রেশন কোটায় বাংলাদেশের শ্রমিকদের রপ্তানী করার সুযোগ রয়েছে।

২। এক্ষেত্রে ইতালী ইমিগ্রেশন আইন ৪০/৯৮ এর অনুলিপি ও বিভিন্ন দেশের সাথে ইতালীতে শ্রমিক আমদানির উপর চুক্তি বিষয়ক কাগজপত্র সরবরাহ এবং বাংলাদেশের শ্রমিক ইতালীতে রপ্তানী করার বিষয়ে তার মতামত/সুপারিশসহ দিক নির্দেশনা কিছু থাকলে তা আমাদেরকে জানাবার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। এ প্রসঙ্গে ইতালি বাংলা সমন্বয় ও উন্নয়ন সমিতি থেকে প্রাপ্ত পত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করা হলো।

(মুহম্মদ জুলফিকার আলী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৮৬১৮০৬৪

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক

জনাব মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন
মাননীয় রাষ্ট্রদূত
বাংলাদেশ দূতাবাস
রোম, ইতালী।

নং শা-১১/বিবিধ-১/২০০১/৮৪৭/১(২)   তারিখঃ ২৮/১১/২০০১ ইং

অনুলিপি অবগতির জন্যঃ

১। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

(মুহম্মদ জুলফিকার আলী)
সিনিয়র সহকারী সচিব

Attn. Shah M.T. Rakamu...
Il Presidente

অতি জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শাখা – ১১

নং শা–১১/বিবিধ–১/২০০১/ 692 তারিখঃ ৯/১২/২০০১ ইং

বিষয়ঃ ইতালিতে বাংলাদেশের শ্রমিক রপ্তানীর ক্ষেত্রে ইতালীর ইমিগ্রেশন আইন ৪০/৯৮ এর অনুলিপি সরবরাহসহ প্রতিবেদনের বিষয়ে জরুরী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং শা–১১/বিবিধ–১/২০০১/৪৪৯ তারিখঃ ২৮/১১/২০০১ ইং

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রে বর্ণিত পত্রের/ সুপারিশসহ নিজ নির্দেশনা ও মতামত জবাব অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।

২। জরুরী ভিত্তিতে বর্ণিত জবাব প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মুহম্মদ জুলফিকার আলী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৮৬১৯৬৬০

জনাব মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন
মাননীয় রাষ্ট্রদূত
বাংলাদেশ দূতাবাস
রোম, ইতালী।

নং শা–১১/বিবিধ–১/২০০১/ তারিখঃ ৯/১২/২০০১ ইং

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:–

১। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

(মুহম্মদ জুলফিকার আলী)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন
চিত্রবাংলা
রেজি: নং ৫২৩ □ ২১ বর্ষ ২৮ সংখ্যা □ ৭-১৩ ডিসেম্বর ২০০১ □ দাম : পনের টাকা

সরকারের সাথে শ্রমিক বিনিময় চুক্তি হলে

ইতালীতে প্রতিবছর ১০ হাজার বাংলাদেশীর কর্মসংস্থান হতে পারে -

১৫ হাজার অবৈধ অভিবাসীর ভাগ্য অনিশ্চিত

ইতালী থেকে হাসান মাহমুদ ও সাইদুল আলম মিঠু

বিশ্বের অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ ইতালীতে চরম শ্রমিক ঘাটতি চলছে। এই শ্রমিক ঘাটতির ফলে দেশটির উত্তরাঞ্চলে বহু কল-কারখানা বন্ধ রয়েছে এবং আরও বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। ইতালীতে জন্মহার হার এবং ইতালিয়ানদের মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর কাজ করার প্রতি অনিচ্ছার কারণে এই শ্রমিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ইতালীয় শ্রম মন্ত্রণালয় এবং শিল্পপতিদের সংগঠন CONFINDUSTR A-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে প্রতিবছর ইতালীতে শ্রমিক ঘাটতির পরিমাণ ২ লাখেরও বেশী।

দীর্ঘদিন থেকে বিরাজমান শ্রমিক ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বিগত রোমানো প্রদী এবং মাস্সিমো দালেমার সরকার ইতালীতে অভিবাসন প্রদান ছাড়াও স্পন্সরের মাধ্যমে শ্রমিক আনার সুযোগ সৃষ্টি করে ১৯৯৮ সালে একটি স্থায়ী ইমিগ্রেশন আইন অনুমোদন করে। ঐ আইনের আওতায় ১৯৯৮ সালে ৭ হাজার বাংলাদেশীসহ তিন লক্ষাধিক বিদেশী অভিবাসন পায়। এছাড়া ১৯৯৮ সালের ইমিগ্রেশন আইনের আওতায় ঘোষিত স্পন্সর বিধানের মাধ্যমে ১৯৯৯ সালে ৫০ হাজার, ২০০০ সালে ৬০ হাজার। ২০০১ সালে ১০ হাজার বিদেশী শ্রমিক বৈধভাবে ইতালীতে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে। কোন দেশের সাথে শ্রমিক বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হলে ৯৮ সালের ইমিগ্রেশন আইনের আওতায় প্রতিবছর শত শত বিদেশী বৈধভাবে ইতালীতে কাজের সন্ধানে প্রবেশ করতে পারবে। ইতালীতে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত মানবাধিকার, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়নমুখী সংগঠন 'ইতালী বাংলা' ও সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বরাবরে পাঠিয়েছে। চিত্রবাংলা রোম প্রতিনিধি সাইদুল আলম মিঠু জানান, গত ২৫ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বরাবরে ইতালী বাংলার পরিচালক মন্ডলীর সভাপতি ও ইতালীর বিশিষ্ট সমাজসেবক শাহ মোঃ তাইফুর রহমান ছোটন ঐ সুপারিশমালা তার সচিবালয়ে পেশ করেন। (ডাইরী নং ১১১/২৫/১০/২০০১)। ঐ সুপারিশ মালার অনুলিপি তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও শ্রমমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমানের সাথে তাদের সচিবালয়ের দফতরে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখা করে তাদের কাছে পেশ করেন। সুপারিশমালায় ১৯৯৮ সালের ইমিগ্রেশন আইনের বিভিন্ন ধারা বিশেষ করে শ্রমিক বিনিময় চুক্তি হলে কিভাবে বাংলাদেশের বেকার যুবকরা ইতালীতে বৈধভাবে কাজের সন্ধানে প্রবেশ করতে পারবে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

তাইফুর রহমান রোম প্রতিনিধিকে জানান, ইতালীতে বর্তমানে ৪৫ হাজার বাংলাদেশী অবস্থান করে। তাদের মধ্যে ১৫ হাজার বাংলাদেশী অবৈধ অভিবাসী। ইতালীতে চরম ডানপন্থী সিলভিও বের্লোসকনি ক্ষমতায় আসার অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ এবং অবৈধদের দেশত্যাগে বাধ্য করার জন্য ইতিমধ্যেই কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে। নতুন সংশোধিত আইনে শুধু অবৈধদের বিরুদ্ধেই নয়। বৈধভাবে অবস্থানকারী বিদেশীদের বিরুদ্ধেও হয়রানিমূলক বর্ণবাদী আইন তৈরী করা হয়েছে। ইতালীর পুলিশ মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে স্বদেশে ফেরত পাঠিয়েছে। সর্বশেষ ১২ জন, ৮ জন এবং ৪ জন করে মোট ২৪ জনকে ১৫ দিনের ব্যবধানে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। রহমান বলেন, ইতালী-বাংলা মনে করে বাংলাদেশ সরকার আইনের আওতায় ইতালী সরকারের সাথে শ্রমিক বিনিময় চুক্তি সম্পাদন করলে দেশীরা বৈধভাবে ইতালীতে আসতে পারবে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনাক্রমে আসবে।

তিনি বলেন, ২০০০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতালী সফরে এলে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে এ ধরনের আবেদন জানান হয়। ইতালী-বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পরবর্তী তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব শাকী সামির কাছেও ঐ রিপোর্ট পাঠানো হয়। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রীর বরাবরে একটি সুপারিশমালা পেশ করার পরও দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে। তা নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন কার্যকর পদক্ষেপ গৃহিত হয়নি। সম্ভাব্য ২০০২ সালের স্পন্সের প্রক্রিয়ার সুযোগ গ্রহণ থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হতে যাচ্ছে। আমি মনে করি সরকার জরুরী উদ্যোগ গ্রহণ করলে প্রতিবছর ইতালীতে ৫ থেকে ১০ হাজার বাংলাদেশী বেকার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি জানান, আমাদের জন্য বড় দুঃসংবাদই যে ইতালীতে অবৈধ অভিবাসীদের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য ১৪ নভেম্বর ইতালীর সিনেটে প্রস্তাবিত ইমিগ্রেশন (সংশোধনী আইন ২০০১) আইনে ২০০৩ সালে ৩৬ হাজার বিদেশীকে স্বদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া ২০০১-২০০২ সালে ১০,৫০০ বিদেশী স্বদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য ইতিমধ্যেই অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো এই অর্থ আসবে বিদেশীদের দেয়া ট্যাক্স খাত থেকে। ইতালীতে বর্তমানে ১২ লাখ বিদেশী বৈধভাবে বসবাস করছে। অবৈধদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়নের ফলে প্রায় ১৫ হাজার বাংলাদেশীদের ১৫ হাজার পরিবার বিপুলভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

এই ১৫ হাজার অবৈধ বাংলাদেশীদের রক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার তড়িৎ কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করলে এদের ভাগ্যের পরিবর্তন হতে পারে বলে আমি মনে করি। এখন পর্যন্ত অবৈধ অভিবাসীদের অভিবাসন দেবার সরকারী মনোভাব নেতিবাচক বলে ছোটন মন্তব্য করেন।